

যুক্তরাষ্ট্রের হিউম্যান রাইটস ওয়াচ'র প্রতিবেদন র‍্যাব 'সরকারি খুনিবাহিনী'

কাগজ ডেস্ক

বাংলাদেশে অপরাধ দমন এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিগত বিএনপি জোট সারকারের আমলে গঠিত এলিট ফোর্স র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা র‍্যাবকে 'সরকারি খুনিবাহিনী' হিসেবে মন্তব্য করেছে মার্কিনভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। সংস্থাটি প্রকাশিত বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতিবিষয়ক ৭৯ পৃষ্ঠার এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০০৪ সালে গঠিত এ বাহিনীটি এ পর্যন্ত অন্তত ৩শ' ৫০ জনকে নিজেদের নিরাপত্তা হেফাজতে বিনাবিচারে হত্যা করেছে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং তার নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর ব্যাপক প্রভাব খাটানোর অভিযোগে অভিযুক্ত সদ্য ক্ষমতা হস্তান্তর করা চারদলীয় জোট আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে র‍্যাবকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে বলে রিপোর্টে আশংকা প্রকাশ করা হয়। খবর: রয়টার্স/বিবিসি।

দ্বিতীয়বারের মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত হলো বাংলাদেশে অপরাধ দমন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ২০০৪ সালে গঠিত এলিট ফোর্স র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। মার্কিনভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ' গত মঙ্গলবার এক রিপোর্টে বলেছে র‍্যাব গঠনের পর থেকে এ বাহিনীটি অব্যাহতভাবে নির্বিচারে ব্যাপক নির্যাতন চালিয়েছে। তারা ইলেক্ট্রিক ড্রিল দিয়ে শরীরে ছিদ্র করা এবং ইলেক্ট্রিক শকের মতো টর্চারের পন্থা অবলম্বন করেছে। ফলে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার সবচে' বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী দেশে পরিণত হয়েছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক ব্র্যাড অ্যাডামস বলেছেন, সম্রপতি নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হওয়া একটি দেশে এ ধরনের বাহিনী ও এর আচরণ আইনবহির্ভূত এবং লজ্জাজনক। তিনি এ বাহিনীকে বিগত সরকারের 'খুনিবাহিনী' বলে সরাসরি কটুক্তি করেন। রিপোর্টে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে, 'বাহিনীটিকে ক্ষমতার অপব্যবহারে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এমনকি তাদের কাছে চিহ্নিত সন্ত্রাসী নামে হিটলিস্টের তালিকাও ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনালদের নামই ছিল ওই তালিকায়। সংগঠনটি বলেছে, র‍্যাব কর্তৃক হত্যার সংখ্যা ধারণার চে' আরও অনেক বেশি হবে। গতবছর এ মানবাধিকার সংস্থাটি ১শ' ৯০ জনের হত্যার কথা বলেছিল যদিও সরকার ১শ' ৫০ জনের হত্যার কথা স্বীকার করেছিল।

বর্তমানে র‍্যাবকে পরিচালনা করছেন রাষ্ট্রপতি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ। তিনি ইতিমধ্যে এ বাহিনীর মহাপরিচালককে পরিবর্তন করেছেন। তারপরও অব্যাহত রয়েছে 'ক্রসফায়ার' নামে হত্যাকাণ্ড। বিএনপি সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল এসব হত্যাকাণ্ড সন্ত্রাসী ধরতে গিয়ে 'ক্রসফায়ারের' ফলে বা 'এনকাউন্টারে' হয়েছে। বিএনপি সরকারের এ অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলা হয়েছে 'র‍্যাবের হত্যাকাণ্ড তারা দীর্ঘ একবছর পর্যবেক্ষণ করেছেন। এতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে হত্যাকাণ্ডগুলো র‍্যাব হেফাজতে এবং বিচারবহির্ভূতভাবেই হয়েছে।

তবে রিপোর্টের প্রতিক্রিয়ায় দিল্লিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউকে তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি। এমনকি বিএনপি সরকারের পক্ষ থেকেও কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। মানবাধিকার সংগঠনটি দেশের প্রধান দু'দলের কাছে এ বাহিনী সম্পর্কে তাদের অবস্থান পরিষ্কারের আহ্বান জানিয়েছে।

সংস্থার দিল্লিভিত্তিক এশিয়া পরিচালক অ্যাডামস অনুরোধ করেছেন, আগামী সাধারণ নির্বাচনে যে দলটিই ক্ষমতায় আসুক না কেন তাদের অবশ্য কর্তব্য হবে র‍্যাবের মৌলিক সংস্কার অথবা বিতর্কিত এ বাহিনীকে বিলুপ্ত করা।